ইউনিট

৯

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

ভূমিকা

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন রাষ্ট্রই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। আবার কেউ মনে করেন রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের উপায়। আদর্শবাদী দার্শনিক ফিক্‌টে, হেগেল, টি. এইচ. গ্রীন, বোসাংকুয়েট রাষ্ট্রকে চরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার লাস্কি, উইলোবী, গার্নার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রকে লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তিনটি : (ক) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা, (খ) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা এবং (গ) জাতীয় অগ্রগতির নিরিখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সভ্যতা বিকাশে সহায়তা করা। অবশ্য রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের কাজকে অপরিহার্য ও ঐচ্ছিক এই দুইভাগে ভাগ করেন। রাষ্ট্রের কাজ কি হবে এ নিয়ে অনেক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, নৈরাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনীতি। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কাজ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলাদেশও কল্যাণমুখী বহু কর্মকাণ্ড হাতে নিয়ে কল্যাণকামী হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করেছে।

পাঠ– ১ : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি তা বলতে পারবেন।
- রাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, সামরিক ও ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের লক্ষ্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.১.১ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা পৌরনীতির বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যা। রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের উপায় না নিজেই চরম লক্ষ্য– এই প্রশ্ন নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক আদর্শবাদী দার্শনিকদের মধ্যে ফিক্‌টে, হেগেল, টি. এইচ. গ্রীন ও বোসাংকুয়েট রাষ্ট্রকে চরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হেগেল রাষ্ট্রের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "রাষ্ট্র স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক এবং একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের তাৎপর্য লাভ করতে পারে।" টি, এইচ, গ্রীন ও বোসাংকুয়েট রাষ্ট্রকে "এক চরম নৈতিক সত্তা" বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে লাস্কি, উইলোবী, গার্নার প্রমুখ দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লাস্কি বলেন, "রাষ্ট্র এমন একটি সংগঠন যা জনসাধারণকে চূড়ান্ত মাত্রায় সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে।" দার্শনিক লকের মতে, "রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মানব সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা।" উইলোবী রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন : (১) প্রাথমিক উদ্দেশ্য– শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, (২) মাধ্যমিক উদ্দেশ্য– ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা এবং (৩) চরম উদ্দেশ্য– জনসাধারণের নৈতিক, আর্থিক ও মানবিক বিকাশ সাধন করা।

গার্নার রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে : (১) শান্তি-শৃংখলা রক্ষা, আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষা করা, (২) সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা এবং (৩) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বসভ্যতা সংরক্ষণ ও বিকাশ করা। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত পর্যালোচনা করলে রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়– (ক) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষা করা, (খ) ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করা এবং (গ) জাতীয় অগ্রগতির নিরিখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সভ্যতা বিকাশে সহায়তা করা।

৯.১.২ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সব সময় ও সব ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একই ধরনের হয় না। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিম্নে রাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, সামরিক ও ধর্মতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আলোচনা করা হল :

(ক) রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা– রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে শাসন ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায়। এ ব্যবস্থায় রাজা ও রাষ্ট্রকে পৃথক করা হয় না এবং রাষ্ট্র বংশের স্বার্থ হাসিলের যন্ত্রে পরিণত হয়। অবশ্য সীমিত রাজতন্ত্র বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ফলে রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণ অর্জনের উপায় হিসেবে পরিচালিত হয়। যেমন, বৃটেনে বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে এবং রাষ্ট্র সব ধরনের কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

(খ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা– পুঁজিবাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজি গঠন, পুঁজি বৃদ্ধি ও পুঁজি বিনিয়োগে কোন বাধা থাকে না। উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদনের লক্ষ্য হল মুনাফা সৃষ্টি ও পুঁজি বৃদ্ধি। চাহিদা, সরবরাহ মূল্য প্রভৃতি উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র কোন প্রকার ভূমিকা পালন করে না। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করা। পুঁজিপতিরা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রের আইনকানুন ও কর্তৃত্ব পুঁজিপতিদের সম্পদ, শিল্প-কারখানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়।

(গ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা– সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হল সেই ধরনের ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে বণ্টন করা হয়। এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করা, শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করা ও সমবণ্টনের দ্বারা শ্রেণীহীন সমাজ কায়েম করা এবং সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণচীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা।

(ঘ) সামরিক ব্যবস্থা– এই ধরনের ব্যবস্থা কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নয়। সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে তারা স্থবিরতা ও দুর্নীতি দূর করার কথা বললেও এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে তাদের গোষ্ঠীস্বার্থে এবং পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। যেমন- এশিয়া ও আফ্রিকান দেশসমূহ।

(ঙ) ধর্মতান্ত্রিক ব্যবস্থা– ধর্মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সকল কাজে এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। এই শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মতন্ত্র দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। জনগণের মধ্যে অন্ধ ধর্মীয় ধারণা সৃষ্টি ও প্রচার করে এবং জনগণকে শোষণ করে। তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে ও জনগণের নিকট থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য আদায় করে। যেমন- ইরান, আফগানিস্তান প্রমুখ রাষ্ট্র।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে জনগণের কল্যাণ অর্জনের উপায় হিসেবে মনে করেন। তারা রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য উল্লেখ করেন– (ক) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতি সংরক্ষণ করা, (খ) ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা এবং (গ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতা বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা। রাষ্ট্রের লক্ষ্য কিন্তু সব ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক রকম নয়। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কুলীণদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ারে পরিণত হয় রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। সামরিক ব্যবস্থায় সামরিক কর্মকর্তা ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কয়টি ?

ক. দু'টি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. ছয়টি

২। রাষ্ট্র স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক–উক্তিটি কে করেছেন ?

ক. টি.এইচ.গ্রীন খ. হেগেল
গ. মার্কস ঘ. লাস্কি

৩। শ্রেণিহীন সমাজ কায়েম করা কোন মতবাদের লক্ষ্য ?

ক. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ খ. সমাজতন্ত্রবাদ
গ. সামরিকতন্ত্র ঘ. নৈরাজ্যবাদ

পাঠ– ২ : রাষ্ট্রের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রভেদে রাষ্ট্রের কাজের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা ঠিক যে রাষ্ট্রের কাজ আধুনিককালে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের কাজকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন– অপরিহার্য কার্যাবলী ও ঐচ্ছিক কার্যাবলী।

৯.২.১ রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা এবং জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে যে সব কাজ করতে হয় তাকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মৌলিক কাজ বলে। নিচে রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) দেশরক্ষা সংক্রান্ত কাজ– সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব না থাকলে অন্য কাজের প্রয়োজনই হয় না। এ কাজের জন্য রাষ্ট্র সশস্ত্রবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

(২) পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ– রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা, পরনির্ভরশীলতা দূর করা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তির জন্য রাষ্ট্র পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে। রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ও গ্রহণ, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি এ কাজের অন্তর্গত।

(৩) অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা– জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র আইন-কানুন প্রণয়ন এবং পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গঠন করে।

(৪) প্রশাসন পরিচালনা– রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ প্রশাসন পরিচালনা। রাষ্ট্র এ কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করে এবং প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে। প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্র খাজনা ও কর আদায় করে এবং মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

(৫) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ– রাষ্ট্রের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করে। সংবিধান সংরক্ষণ করে এবং বাজেট প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করে। তাছাড়া নতুন নতুন আইন তৈরি করে।

(৬) বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী– আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র আদালত গঠন করে। দুষ্টের দমন ও শিষ্ঠের পালন রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।

অধ্যাপক গেটেল রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পর্কে বলেন, "এ কাজগুলো রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমত্ব থেকে উৎসারিত।"

৯.২.২ ঐচ্ছিক কার্যাবলী

আজকাল রাষ্ট্র কেবল সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও আইন-শৃংখলা রক্ষা সংক্রান্ত কাজ করে না। আধুনিক রাষ্ট্র কেবলমাত্র পুলিশি রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্র এখন কল্যাণকর অনেক কাজ করে। জনগণও রাষ্ট্রের কাছে অনেক কিছু চায়। তাই জনগণের চাহিদার আলোকে রাষ্ট্র যে সমস্ত কল্যাণকর কাজ করে তাকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ বলে। নিচে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলী আলোচনা করা হল :

(১) শিক্ষা বিস্তার– শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। তাই শিক্ষা বিস্তার করা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ হলেও একে অপরিহার্য কাজের মতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যেতে পারে। এ কাজের মধ্যে পড়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

(২) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ– জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে। মহামারী ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করে। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে।

(৩) যোগাযোগ রক্ষা– যাতায়াত ও সহজে যোগাযোগের জন্য রাষ্ট্র সড়ক, রেলপথ, বিমান, নৌ চলাচল, ডাক, তার ও টেলিফোনের ব্যবস্থা করে।

(৪) শিল্প ও বাণিজ্য– রাষ্ট্র দেশের চাহিদা মিটানো ও কর্মসংস্থানের জন্য কলকারখানা স্থাপন করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুগম করে। জনকল্যাণের জন্য ব্যাংক, বীমা এবং পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

(৫) কৃষির উন্নতি– কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র পানিসেচ, পোকা-মাকড় নিধন, সার সরবরাহ ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবস্থা করে। কৃষকের সাহায্যের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা করে।

(৬) শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত কাজ– রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সময় ও মজুরি নির্ধারণ করে। শ্রমিক বিরোধ মীমাংসার জন্য শ্রমিক বোর্ড এবং শ্রম আইন ও শ্রম আদালতের ব্যবস্থা করে।

(৭) সামাজিক নিরাপত্তা– কর্মসংস্থান ছাড়াও রাষ্ট্র বেকারভাতা, পেনশন, বার্ধক্যকালীন নিরাপত্তাভাতা, আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক কাজ করে থাকে।

(৮) জনহিতকর কার্যাবলী– জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

উপরে উল্লেখিত ঐচ্ছিক কাজগুলোকে সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ হিসেবে অনেকে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে, বর্তমানে রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য প্রায় সকল জনহিতকর কাজ সম্পন্ন করে। বস্তুতঃপক্ষে আধুনিক রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ শুধু মাত্রাগত ব্যাপার, শ্রেণিগত নহে। রাষ্ট্র বর্তমানে জনগণের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্র দু' ধরনের কাজ করে, অপরিহার্য ও ঐচ্ছিক। অপরিহার্য কাজ বলতে সেগুলোকে বুঝায় যা না করলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায় না। অপরপক্ষে জনকল্যাণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত কাজ করে তাকে ঐচ্ছিক কার্যাবলী বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ ?

ক. শিল্প ও বাণিজ্য খ. যোগাযোগ রক্ষা

গ. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ ঘ. জনস্বাস্থ্য রক্ষা

২। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ কোনটি ?

ক. দেশ রক্ষা করা খ. আইন প্রণয়ন করা

গ. প্রশাসন পরিচালনা করা ঘ. শিক্ষা বিস্তার

৩। সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের কি ধরনের কাজ ?

ক. ঐচ্ছিক খ. অপরিহার্য

গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. অসমাজতান্ত্রিক

পাঠ– ৩ : রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্রান্ত মতবাদ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্রান্ত মতবাদগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি তা বলতে পারবেন এবং এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।
- নৈরাজ্যবাদ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।
- সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।
- মিশ্র অর্থনীতি কি তা বলতে পারবেন এবং এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।

৯.৩.১ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্রান্ত মতবাদ

রাষ্ট্রের কাজ কি হবে বা রাষ্ট্রের কার্যসীমা কতদূর বিস্তৃত হবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অভিন্ন মত পোষণ করেন না। এ কারণে রাষ্ট্রের কাজ সংক্রান্ত নানা মতবাদের জন্ম হয়েছে। কেউ মনে করছেন রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই, কেউ মনে করছেন রাষ্ট্র যত কম কাজ করবে ততই ভাল। আবার কোন কোন দার্শনিক রাষ্ট্রকে চরম অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং রাষ্ট্রের কার্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। উপরিউক্ত চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কার্যসংক্রান্ত যে মতবাদগুলো জন্মলাভ করেছে তা হচ্ছে– **(ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, (খ) নৈরাজ্যবাদ, (গ) সমাজতন্ত্রবাদ ও (ঘ) মিশ্র অর্থনীতি।** নিচে এই মতবাদগুলোর ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া হল।

৯.৩.২ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলতে রাষ্ট্রের কার্যসংক্রান্ত সেই মতবাদকে বুঝায় যা রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রকে সংকুচিত করে এবং ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় স্বাধীনতা দান করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে ক্ষতিকর অথচ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান মনে করে। এটা ক্ষতিকর এ কারণেই যে, রাষ্ট্র আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। তবুও এটা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এ কারণেই যে, মানুষ অপূর্ণাঙ্গ এবং তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা রয়েছে। সে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। এই অপরাধ প্রবণতা এবং ক্ষতিকর প্রচেষ্টা থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজ হবে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষামূলক। অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কাজ ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক মিলের মতে, "ব্যক্তি তার দেহ ও মনের উপর স্বাধীন"। কেবলমাত্র পরকেন্দ্রিক কাজের ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে।

(খ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বৈশিষ্ট্য– এই মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হল :

(১) রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সীমিত হবে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ফ্রিম্যানের মতে "ভাল সরকার অর্থ মোটেই সরকার নয়।" যেকোনো ভাবে সরকারের উপস্থিতি মানুষের দুর্বলতার বা অপূর্ণাঙ্গতার পরিচায়ক।

(২) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকবে।

(৩) রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করবে, অপরাধীর বিচার করবে এবং শাস্তির ব্যবস্থা করবে। আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিরীহ ও নিরপরাধ লোককে রক্ষা করবে।

(গ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি– ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ তাদের মতবাদের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেছেন। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) নৈতিক যুক্তি– নৈতিক যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাল-মন্দ বুঝে। তাই স্বাধীনতা দিলে সে নিজ মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের পর তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধি ঘটবে। অপরপক্ষে গেটেলের ভাষায় বলা যায়, "অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করে।" এ কারণে ব্যক্তিকে যত বেশি স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া হয় ততই মঙ্গল।

(২) জীববিজ্ঞানের যুক্তি– ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন যে 'পৃথিবী টিকে থাকার এক যুদ্ধক্ষেত্র'। এখানে যোগ্যতমরাই টিকে থাকবে এবং দুর্বলরা সরে যাবে। সুতরাং টিকে থাকার সংগ্রামে ছেড়ে দিলে ব্যক্তি সমস্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা নিজের উন্নয়ন ঘটাবে। এজন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

(৩) অর্থনৈতিক যুক্তি– অর্থনৈতিক যুক্তি দিয়ে বলা হয়, স্বাধীন উদ্যোগ ও ফলভোগের আশা ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রমের প্রেরণা যোগায়। এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "সচেতন আত্মস্বার্থই ব্যক্তির চালিকাশক্তি।" ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানা ব্যক্তির উদ্যোগেই ভাল পরিচালিত হয়। কেননা এখানে 'নিজের বিষয়' এই মনোভাব কাজ করে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি উদ্যোগ বিনষ্ট করে এবং চাহিদা, মূল্য, মজুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও বিনিয়োগের স্বাধীনতা দ্রব্যসামগ্রীর গুণগত মান বৃদ্ধি করে এবং প্রতিযোগিতার ফলে দাম নিম্নমুখী হয়।

(৪) রাজনৈতিক যুক্তি– ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সামাজিক চুক্তি মতবাদ থেকে রাজনৈতিক যুক্তি তুলে ধরে বলেন যে, অতীতে রাষ্ট্র ছিল না। তখন মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত এবং প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। এই অধিকার ভোগে পরবর্তীতে বিঘ্ন ঘটলে তারা রাষ্ট্র গঠন করেন অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। সুতরাং অধিকার নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের কাজ। এর অতিরিক্ত কিছু করার অর্থ রাষ্ট্রের সাথে জনগণের সম্বন্ধ সম্পর্কিত চুক্তি লঙ্ঘন করা।

(ঘ) বিপক্ষে যুক্তি– ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও এর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। নিচে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিগুলো উল্লেখ করা হল :

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান বলেছেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। একমাত্র রাষ্ট্রেই ব্যক্তি তার পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। এরিস্টটলের মতে কেবল রাষ্ট্রেই খাঁটি ও স্বয়ম্ভর জীবন যাপন সম্ভব।

(২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে প্রত্যেকেই নিজের ভাল-মন্দ বুঝেন। কিন্তু এটি ঠিক ধারণা নয়। অনেকেই নিজের ভাল-মন্দ বুঝেন না বলেই ভুল পথে চলে নিজের ধ্বংস সাধন করে থাকেন। তাই রাষ্ট্র ব্যক্তির পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করলে ভাল হয়।

(৩) অবাধ প্রতিযোগিতা থাকলে সবাই সংগ্রাম করে নিজের মঙ্গল করবেন এ ধারণা ঠিক নয়। শক্তিশালীদের সাথে প্রতিযোগিতায় দুর্বলরা টিকে থাকতে পারবে না। দুর্বলদের টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রের প্রটেকশন (রক্ষাব্যবস্থা) প্রয়োজন।

(৪) রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির উদ্যোগ ও আত্মবিকাশকে স্তব্ধ করবে এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খল পরিচালনায় দুর্বল ও অবহেলিতরাও আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে।

(৫) রাষ্ট্রীয় আইন ব্যক্তির স্বাধীনতা সংকুচিত করে, এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং ব্যক্তি যত বেশি আইনের প্রতি আনুগত্য দিবে স্বাধীনতার পথ তত সুগম ও প্রশস্ত হবে।

(৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে না। দাম, মজুরী প্রভৃতি পুঁজিপতিদের ইচ্ছামত নিরূপিত হবে। অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী হবে। বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য দেখা দিবে।

(৭) সকল মানুষই নিজ স্বার্থে কাজ করে না। নিজ স্বার্থের সাথে পরিপূরকভাবে পরকল্যাণই অনেক সময় কাজের মূল লক্ষ্য হয় এবং প্রেরণা যোগায়।

উপরিউক্ত কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন হারিয়েছে এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

৯.৩.৩ নৈরাজ্যবাদ

(ক) সংজ্ঞা– নৈরাজ্যবাদের মূলকথা হচ্ছে, রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজন নেই। নৈরাজ্যবাদীদের মতে রাষ্ট্র ও সরকার নিপীড়নের যন্ত্র মাত্র। তারা মনে করেন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে। রাষ্ট্র যখন থাকবে না তখন একটি সংঘ সরকারের দায়িত্ব পালন করবে। সংঘের কাজ হবে চুক্তি বাস্তবায়ন করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। গডউইন, প্রুধোঁ, প্রিন্স ক্রুপটকিন, টলষ্টয় প্রমুখ নৈরাজ্যবাদের সমর্থক। ক্রুপটকিনের মতে, "কোন আইন কিংবা কোন সরকার থাকবে না।"

(খ) পক্ষে যুক্তি– নৈরাজ্যবাদের পক্ষে যুক্তিগুলো নিচে দেওয়া হল :

(১) নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন রাষ্ট্র একটি জবরদস্তিমূলক সংস্থা এবং ভাগ্যবানদের ভাগ্য গড়ার প্রতিষ্ঠান। এটি কেবল সম্পদশালীদের স্বার্থ রক্ষা করে।

(২) নৈরাজ্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রের আইন সম্পদশালীদের সম্পদ রক্ষা এবং দুর্বলদের শোষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(গ) বিপক্ষে যুক্তি– নৈরাজ্যবাদের বিপক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

(১) নৈরাজ্যবাদ ধ্বংসাত্মক একটি মতবাদ, গঠনমূলক নয়। নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্র ধ্বংসের পর কি হবে তা বলতে পারেননি। রাষ্ট্র ধ্বংস করার পর কোন সংঘ যা করবে তা মূলত সরকারেরই কাজ।

(২) নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্র ধ্বংস করার পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে কি অবস্থা হবে সে ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেননি। বিপ্লববাদী নৈরাজ্যবাদী এবং দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীরা পরস্পরবিরোধী মতামত দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে নৈরাজ্যবাদ কোন দর্শনই নয়। রাষ্ট্রকে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের জন্য রাষ্ট্র অবশ্যই টিকে থাকবে।

৯.৩.৪ সমাজতন্ত্রবাদ

সমাজতন্ত্রবাদ এমন এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন যা উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের অধীন করতে চায়। সমাজতন্ত্রবাদের মূলকথা হল সকল প্রকার শোষণ, ধন-বৈষম্য ও শ্রেণি–বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ কায়েম করা। সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলে শোষণহীন ও শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্যবাদ কায়েম হবে এবং রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। অবশ্য সাম্যবাদের ধারণা অনেক প্রাচীন। প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিভাবকশ্রেণির কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়ার ও সাঁ সিমোর লেখনী ও কর্মেও সমাজতন্ত্রের ধারণা পাওয়া যায়। তবে কার্ল মার্কসই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দান করেন। সমাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পন্থা ও বণ্টন ব্যবস্থার ধরন প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র বহু ধরনের হয়ে থাকে। এজন্য ই.এম. জোয়াড মন্তব্য করেছেন, "সমাজতন্ত্র একটা টুপির মত যার আকৃতির বিকৃতি ঘটেছে কেননা সবাই তাকে মাথায় দেয়।"

(খ) সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য– সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। উৎপাদনের উপাদানসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।
২। রাষ্ট্র উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন করে।
৩। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা সমর্থন করে।

(গ) সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি– সমাজতন্ত্রের পক্ষে কতকগুলো জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) ন্যায়নীতির যুক্তি– সমাজতন্ত্রীগণ যুক্তি দেন যে, শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে। কিন্তু পুঁজিপতি ও মালিকগণ মুনাফা হিসেবে এর প্রায় অধিকাংশই গ্রাস করে। এটা ন্যায়নীতির পরিপন্থী।

(২) সাম্যের যুক্তি– ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান। আলো ও বাতাস যেমন সকলেই সমানভাবে ভোগ করে তেমনি ভূমি ও খনিজ সম্পদের উপর সকলের মালিকানা ও ভোগের অধিকার থাকা উচিত।

(৩) অর্থনৈতিক যুক্তি– পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে পুঁজিপতিরা লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস বেশি মাত্রায় উৎপাদন করে সম্পদের অপচয় করে। এরূপ উৎপাদন মজুরি হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি ও মূল্যমানের অবনতি ঘটায়। পুঁজিপতিরা ছোট পুঁজিপতিদের উৎখাত করে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা এসব ত্রুটি দূর করতে পারে।

(৪) অভিজ্ঞতার যুক্তি– অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ভারি শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুদ্রা, টাকশাল ও খনিজ শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সুফল এনেছে। সুতরাং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হলে তা থেকেও সুফল পাওয়া যাবে।

(৫) রাজনৈতিক যুক্তি– সমাজতন্ত্রবাদীগণ বলেন যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করলে প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। এসব কথা সত্য হলেও দরিদ্র ও নিরন্নদের ভোটাধিকারের কোন মূল্য নেই। কারণ তারা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে।

(ঘ) সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি– কোন কিছুই অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। সমাজতন্ত্রের পক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও এর বিপক্ষেও অনেক যুক্তি রয়েছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :
(১) সমাজতন্ত্র উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চায়। এতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও উদ্যোগ হ্রাস পায়। এতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়।

(২) সমাজতন্ত্রে সাম্যের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কৃত্রিমভাবে সকলকে সমান করার চেষ্টা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়।

(৩) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপাদন হ্রাস পায়। কারণ এতে নিজ শ্রমের ফল ভোগের সুযোগ থাকে না। ফলে মানুষের মধ্যে উদাসীনতা দেখা দেয়।

(৪) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপাদন পরিচালিত হলে আমলাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। তারা সাধারণ কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করে বেশি সুখ-সুবিধা ভোগ করে।

(৫) সমাজতন্ত্রের মূল কথা, "প্রত্যেকের নিকট থেকে ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম নিতে হবে এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দিতে হবে" এই মতবাদকে কার্যকর করা সম্ভব নয়। কাজের গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্য এবং প্রয়োজন নির্ধারণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

(৬) এই মতবাদে শ্রমিকের শ্রমের গুরুত্বের কথা জোরেসোরে বলা হয়েছে কিন্তু উদ্যোক্তার ঝুঁকি ও পুঁজির ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
(৭) সমাজতন্ত্রবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে একদলীয় শাসন সমর্থন করে ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে পদদলিত করে। মুক্ত চিন্তার অভাবে সাংস্কৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়।

(৮) সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-পুঁজিবাদের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ গড়ে উঠে এবং শ্রমিকদের বঞ্চিত করে গড়ে উঠা পুঁজি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও প্রভাব বলয় বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র যতই মুখরোচক কথা প্রচার করুক না কেন সমাজতন্ত্র জনসাধারণের সমস্যা দূর করা অপেক্ষা সংকট বৃদ্ধি করেছে।

৯.৩.৫ মিশ্র অর্থনীতি

(ক) সংজ্ঞা : মিশ্র অর্থনীতি এমন এক ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে এবং যা পুরোপুরি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নয় আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নয়। এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণও থাকে। ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি থাকে। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কারখানা, খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদের কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সম্পত্তি অর্জনের সীমারেখা ধার্য করা হয়। মোট কথা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরিচালিত অর্থনীতিকে মিশ্র অর্থনীতি বলে।

(খ) মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য– নিম্নে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হল :

(১) পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদের মাঝামাঝি অবস্থান– মিশ্র অর্থনীতিতে রাষ্ট্রকে ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান মনে করা হয় না। তাই তারা পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে উভয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করাকে কাম্য বলে মনে করে।

(২) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল– মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে পুঁজিপতিদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষপাতি নন। তারা উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমর্থন করেন। এর অর্থ সাম্য, স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থান, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক শাসন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন।

(৩) ধনতন্ত্রবাদের স্থিতাবস্থা রক্ষা– এই ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের বিলোপ ঘটে না। গতিশীল করব্যবস্থা, বড় ও ভারী শিল্পের জাতীয়করণ এবং জনকল্যাণের নিমিত্তে শিল্প বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলেও ধনতান্ত্রিক নীতি ও ধারা অব্যাহত থাকে। কেবলমাত্র কিছু রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, সংস্কার ও পদক্ষেপের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অতি কুফলকে প্রতিহত করে একটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

(গ) মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে যুক্তি : মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ–

(১) এটি একটি মধ্যপন্থা হিসেবে সর্বদাই সমর্থনযোগ্য।

(২) অনেক বড় ও ভারী শিল্প যা ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয় তা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সহজে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারে। এতে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হতে হয় না। রাষ্ট্র নাগরিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। কাঁচামালের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়।

(ঘ) বিপক্ষে যুক্তি ঃ কেউ কেউ মিশ্র অর্থনীতিকে গোঁজামিল মনে করেন। তাদের মতে অর্থনীতির দ্বিমাত্রা কখনই সুফল দিতে পারে না। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানাগুলোতে কর্মকর্তাদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি হয়। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয় এবং কাজে ফাঁকি দেওয়ার ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। অন্যদিকে ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত শিল্পকারখানায় কাম্য বিনিয়োগ হয় না, কেননা এসব কারখানা যেকোনো সময়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রের কাজ কি হবে এ ব্যাপারে অনেক মতবাদের জন্ম হয়েছে। যেমন– ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে, নৈরাজ্যবাদ রাষ্ট্র ও সরকারকে উৎখাত করতে চায়, সমাজতন্ত্র উৎপাদনের উপকরণ রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চায় এবং সমবণ্টনের মাধ্যমে শ্রমিকরাজ কায়েম করতে চায়, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি মাঝারি ধরনের ব্যবস্থা সমর্থন করে যা না পুঁজিবাদী না সমাজতান্ত্রিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্রান্ত মতবাদ কোনটি ?

ক. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও গণতন্ত্র
খ. নৈরাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র
গ. সমাজতন্ত্র্যবাদ ও রাজতন্ত্র
ঘ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

২। কোন মতবাদটি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য ?

ক. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
খ. মিশ্র অর্থনীতি
গ. সমাজতন্ত্রবাদ
ঘ. নৈরাজ্যবাদ

৩। কোন মতবাদ রাষ্ট্রের কাজকে সীমিত করতে চায় ?

ক. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
খ. নৈরাজ্যবাদ
গ. সমাজতন্ত্রবাদ
ঘ. মিশ্র অর্থনীতি

পাঠ– ৪ : কল্যাণমূলক রাষ্ট্র

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ কিভাবে ঘটেছে তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কি না তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৯.৪.১ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বুঝায় যার সমুদয় সম্পদ ও শক্তিকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা হয়। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে। জনগণের মৌলিক চাহিদা, যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। কারণ এই রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে কল্যাণমূলক সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী সম্পাদন করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই রাষ্ট্র অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকারভাতা প্রদান, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি, ধনবৈষম্য হ্রাস এবং সুষম সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করে। এক কথায় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে।

৯.৪.২ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হল :

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ– কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে পূর্ণমাত্রায় স্বীকার ও সংরক্ষণ করে এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে।

(২) সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পাদন করে– কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সমাজের সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য সামাজিক বীমা, সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের সরবরাহ, দুস্থ ও অবহেলিতদের সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে। জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্র সমাজকল্যানমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে।

(৩) আয় বণ্টন– কল্যাণমূলক রাষ্ট্র পরিকল্পনার ভিত্তিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং উত্তম কর ব্যবস্থার দ্বারা আয় বণ্টনের ব্যবস্থা করে।

(৪) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র মধ্যপন্থার অনুসারী– পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কুফল এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র উভয় ব্যবস্থার সুফল লাভের ব্যবস্থা করে।

(৫) জীবন যাত্রার মান সংরক্ষণ– শ্রমিক, কৃষক ও মজুরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সকল প্রকার শোষণ ও নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও রেশনের ব্যবস্থা এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার ন্যূনতম মান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৯.৪.৩ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অধিক মাত্রায় অনুভূত হতে থাকে। এ অনুভূতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘনীভূত হয়। তখন থেকেই রাষ্ট্রগুলো জনকল্যাণমূলক নানাবিধ কাজে আত্মনিয়োগ করতে শুরু করে। বর্তমানে আর কোন রাষ্ট্রই পুলিশি রাষ্ট্র নয়।

নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করাই সকল রাষ্ট্রের লক্ষ্য। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজেকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে দাবী করে। কারণ সকল রাষ্ট্রই পুরামাত্রায় না হলেও জনকল্যাণ সংক্রান্ত বহুবিধ কার্য সম্পাদন করছে।

৯.৪.৪ বাংলাদেশ কি একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র?

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিচার করলে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ধনবৈষম্য দূরীকরণ ও ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সমাজল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলাদেশ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দুঃস্থদের সেবা, বৃদ্ধদের পেনশন প্রভৃতির ব্যবস্থা করছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ এবং দূরারোগ্য ব্যাধি নির্মূলের জন্য বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রেশন ও খোলাবাজারে চাল বিক্রয়ের মাধ্যমে দরিদ্রদের জীবনরক্ষা এবং খাদ্য সামগ্রীর মূল্য কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য শ্রমিক আইন ও ন্যূনতম মজুরির বিধান এবং শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। কর্মচারীদের পেনশন, পারিবারিক পেনশন, কল্যাণভাতা ও যৌথবীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বুঝায় যা জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য সমুদয় ক্ষমতা ও সম্পদকে ব্যবহার করে এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় এবং বাংলাদেশ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা কোন রাষ্ট্রের লক্ষ্য ?
ক. এক নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের
গ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ঘ. যুক্তরাষ্ট্রের

২। বাংলাদেশ কোন ধরনের রাষ্ট্র ?
ক. কল্যাণমূলক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ঘ. নৈরাজ্যবাদী

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৩। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি ? –৯.১.১ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৪। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলতে কি বুঝায় ? –৯.৩.২ (ক)

৫। নৈরাজ্যবাদ কি ? –৯.৩.৩ (ক)

৬। সমাজতন্ত্রবাদ কাকে বলে ? –৯.৩.৪ (ক)

৭। মিশ্র অর্থনীতি কি ? –৯.৩.৫ (ক)

৮। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে ? –৯.৪.১

রচনামূলক উত্তরের প্রশ্ন

৮। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। –৯.১.২

৯। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলীর আলোচনা করুন। –৯.২.১

১০। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলীর আলোচনা করুন। –৯.২.২

১১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করুন। –৯.৩.২ (গ) ও ৯.৩.২ (ঘ)

১২। সমাজতন্ত্রের পক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো বর্ণনা করুন। –৯.৩.৪ (গ) ও ৯.৩.৪ (ঘ)

১৩। মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কি? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিন।–৯.৩.৫ (খ), ৯.৩.৫ (গ) ও ৯.৩.৫ (ঘ)

১৪। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি? বাংলাদেশ কি একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। –৯.৪.২ ও ৯.৪.৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। খ, ২। খ, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। গ, ২। ঘ, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ঘ, ২। খ, ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। গ, ২। ক